সহীহ হাদীসের কষ্টি পাথরে যাচাইকৃত

নামাযের বিধান সূচী
ও
প্রচলিত নামায বনাম
রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায

মাওলানা মোঃ আবদুর রউফ

এম-৪৮, হাউজিং এস্টেট, খালিশপুর, খুলনা

আমীর, আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, মোবাইল ঃ ০১১৯০-৩৬৮২৭২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

tawheedpp@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সহীহ হাদীসের কষ্টি পাথরে যাচাইকৃত

নামাযের বিধান সূচী

ইকামতের বাক্যগুলি এক এক বার

মিশকাত ঃ (বাংলা অনুবাদ) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী– এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫৯০। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য- বাংলা অনুবাদ) আরাফাত পাবলিকেশন্স। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫৯০। **সহীহুল বুখারী ঃ** তাওহীদ পাবলিকেশন্স– ৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০৩, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭। **বুখারী ঃ** (বাংলা অনুবাদ) মাওলান আজীজুল হক– হামিদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৭১। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** আধুনিক প্রকাশনী– ২৫ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৬৮, ৫৭০, ৫৭১ ও ৫৭২। **বুখারী ঃ** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৭৪, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮। **মুসলিম ঃ** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭২২, ৭২৩। **তিরমিযী ঃ** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৯৩। **জামে তিরমিযী ঃ** মাওলানা আবদুন নূর সালাফী। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৮৬।

জামা'আতে দাঁড়াবার সময় পায়ের গিটের সাথে পার্শ্ববর্তী মুসুল্লীর পায়ের গিট মিলিয়ে এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে উঁচু নিচু হলে উপরে-নিচে কাঁধ বরাবর করে, বাহুর সাথে পার্শ্ববর্তী মুসুল্লীর বাহু মিলিয়ে কাতারবন্দী হয়ে নামায আদায় করা।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১০১৭, ১০১৮, ১০২০, ১০২৫, ১০৩৩, ১০৩৪। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১০১৭ হতে ১০৩৪ পর্যন্ত। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭২৫। **বুখারী ঃ** (বাংলা অনুবাদ) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪২৭। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৮১। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৬৮২, ৬৮৭। **মুসলিম ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮৫১। **আবূ দাউদ ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৬২, ৬৬৬, ৬৬৭। **তিরমিযী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২২৭। **জামে তিরমিযী ঃ** মাওলানা আবদুন নূর সালাফী। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২১১।

www.islamerpath.wordpress.com

নামাযে দাঁড়িয়ে নাভির উপরে হাত বাঁধা

মিশকাত ঃ মাওলানা আবদুন নূর সালাফী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৪১, ৭৪২। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৪১, ৭৪২।

বাংলা অনুবাদ ঃ

সহীহুল বুখারী ঃ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৪০। **বুখারী ঃ আজিজুল** হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৩৫। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৯৬। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭০২। **মুসলিম ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫১। **আবূ দাউদ ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৫৯। **তিরমিযী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৫২। **জামে তিরমিযী ঃ** মাওলানা আবদুন নূর সালাফী। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৪৪।

ইন্নি অজ্‌জাহতু তকবীরে তাহরীমার পর পড়তে হবে। তকবীরে তাহ্‌রীমার পূর্বে পড়া বিদ'আত।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৫৭, ৭৬৪।

আরবী কিতাব ঃ

মুসলিম ঃ ১ম খণ্ড; ২৬০, ২৬৪ পৃষ্ঠা। **আবূ দাউদ ঃ** ১ম খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা। **তিরমিযী ঃ** ২য় খণ্ড, ১৭৯-১৮০ পৃষ্ঠা। **নাসায়ী ঃ** ১ম খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা। **মিশকাত ঃ** ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা। **মিশকাত ঃ** ২য় খণ্ড; ৭৫৭, ৭৬৪ পৃষ্ঠা।

মুক্তাদীকে ইমামের পেছনে অবশ্যই সূরায়ে ফাতিহা পড়তে হবে। মুক্তাদী ইমামের পেছনে সূরায়ে ফাতিহা না পড়লে তার নামায নামায বলে গণ্য হবে না।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৯৪।

মিশকাত ঃ (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ঐ।

বাংলা অনুবাদ ঃ

সহীহুল বুখারী ঃ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৫৬। **বুখারী ঃ** মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৪১। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১২। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮। **মুসলিম ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) হাদীস নং ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬১। **আবূ দাউদ ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮২১ থেকে ৮২৪। **তিরমিযী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৪৭। **জামে তিরমিযী ঃ** মাওলানা আবদুন নূর সালাফী। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৯৮।

www.islamerpath.wordpress.com

ইমাম ও মুক্তাদীর উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলা।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৬৮, ৭৮৭।

মিশকাত ঃ (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৬৮, ৭৮৭।

বাংলা অনুবাদ ঃ

সহীহুল বুখারী ঃ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৮০, ৭৮২। **বুখারী ঃ** মাওলা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৫২। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৩৬, ৭৩৮। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৪১, ৭৪৩। **মুসলিম ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৯৭ থেকে ৮০০। **আবূ দাউদ ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩২ (দেখুন মিশকাত ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৮৭) **তিরমিযী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৪৮। **জামে তিরমিযী ঃ** মাওলানা আবদুন নূর সালাফী। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৪১।

উচ্চৈঃস্বরে 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলা।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮১৪, ৮১৫, ৮১৭।

মিশকাত ঃ (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮১৪ হতে ৮১৭ পর্যন্ত।

বাংলা অনুবাদ ঃ

সহীহুল বুখারী ঃ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৩৫, ৭৯৬, ৭৯৯। **বুখারী ঃ** মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৬৫। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৯১, ৭৫২, ৭৫৫। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৬০।

দু'সাজদাহ্‌র মাঝে দু'আ পাঠ

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮৪০, ৮৪১। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮৪০, ৮৪১। **আবূ দাউদ ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫০। **তিরমিযী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৮৪। **জামে তিরমিযী ঃ** মাওলানা আবদুন নূর সালাফী। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫০।

বি-জোড় রাক'আতে অর্থাৎ ১ম ও ৩য় রাক'আতের সাজদাহ শেষ করে সরাসরি না দাঁড়িয়ে সাজদাহ শেষ করে বসে তারপর দাঁড়ানো।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৩৪, ৭৪০। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৩৪, ৭৪০। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮০২, ৮১৮, ৮২৩। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৭২। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৫৮, ৭৭৩, ৭৭৭। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং

www.islamerpath.wordpress.com

৭৮৩। **মুসলিম ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৬৯। **আবূ দাউদ ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪। **তিরমিযী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৮৭। **জামে তিরমিযী ঃ** মাওলানা আবদুন নূর সালাফী। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৭৪।

"আত্তাহিয়্যাতু" পড়তে বসার নিয়ম।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৪৫। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৩৬, ৭৪৫। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮২৭, ৮২৮। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলান আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৭৪, ৪৭৫। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৮১, ৭৮২। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১১৮৩। **আবূ দাউদ ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৬৩। **জামে তিরমিযী ঃ** মাওলানা আবদুন নূর সালাফী। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৮০।

সাজদাহ্‌য় যেতে প্রথমে হাত পরে হাঁটু রাখা।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮২৯। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮২৯। **মুসলিম ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৮৫। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় অনুচ্ছেদ ১৬৬ পৃষ্ঠা ১৬৪।

সাজদাহ হতে দাঁড়াবার সময় হাতে ভর করে দাঁড়ানো।

সহীহুল বুখারী ঃ (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮২৪। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৭৮। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৭৮৩।

সাজদাহ্‌র সময় মাটিতে হাত বিছিয়ে না দেয়া। (যেমন আমাদের দেশের মহিলাগণ করে থাকেন)

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮২৮। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮২৯। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮২২। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৭১। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৭৬। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৮৩, ৯৮৪। আবূ দাউদ ঃ ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৬২। **তিরমিযী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৭৫, ২৭৬। **তিরমিযী ঃ** মাওলানা আবদুন নূর সালাফী। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৬৪, ২৬৫।

বিতরের নামায এক রাক'আত পড়াও বিশুদ্ধ।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৯৬। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৯৬। **সহীহুল বুখারী ঃ**

www.islamerpath.wordpress.com

(তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৯০, ৯৯৩, ৯৯৫, ১০০১, ১০০২। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৪০। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৩২, ৯৩৪, ৯৩৬, ৯৪২, ৯৪৩। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩২, ৯৩৪, ৯৩৬।

নিদ্রার পূর্বে বিতর আদায়ও জায়েয আছে তখনও এক রাক'আত পড়া যায়। বিতর এক রাক'আত কেবলমাত্র তাহাজ্জুদের পরই পড়া বাধ্যতামূলক নয়।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১১৯১, ১১৯২। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১১৯১, ১১৯২। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৯৬। **বুখারী ঃ** মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৪২, ৫৪৩। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৩৭। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৩৩, ৯৩৭, ৯৪২, ৯৪৩।

বিতর নামাযে শেষ বৈঠক ব্যতীত আর কোন বৈঠক নেই।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১১৮৭। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১১৮৭।

বিতর নামাযে দু'আয়ে কুনুত রুকূর পূর্বে পড়তে হবে এবং ফরয নামাযে রুকূর পর পড়তে হবে।

মিশকাত ঃ মাওলান নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১২১৬। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫৪৬, ৫৪৭। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১০০১, ১০০২, ১০০৩, ১০০৪। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৪২ হতে ৯৪৫।

তারাবীহ ৮ রাক'আত মাত্র।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১২২১, ১২২৭, ১২২৮, ১২২৯। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১২২১, ১২২৮, ১২২৯। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১১২৯, ১১৪৭, ২০১৩। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০৮। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১০৫৮, ১০৭৬। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৮৭০। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৮৮১। **সহীহ মুসলিম ঃ** ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৫৮৭, ১৫৮৮, ১৫৯০, ১৫৯২ হতে ১৫৯৭।

জুমু'আহ্‌র আযান একটি।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩২০। **মিশকাত ঃ**

www.islamerpath.wordpress.com

(মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩২০। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯১২, ৯১৩, ৯১৫, ৯১৬। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫১৩। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬২, ৮৬৩।

জুমু'আহ্‌র খুৎবার সময় সুন্নাত পড়া।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩২৬, ১৩২৭। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩২৭। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৩০, ৯৩১। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫২০। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৭৭, ৮৭৮। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮৭৮, ৮৭৯।

মাতৃ ভাষায় খুৎবা প্রদান সুন্নাত।

কুরআন ঃ সূরা ইব্‌রাহীম, আয়াত নং ৪। **মিশকাত ঃ** মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩২১। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩২১, ১৩৪২।

ঈদের নামায ১২ তাকবীরে।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩৫৭। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩৫৭।

মহিলাদের ঈদের জামা'আতে যোগদান।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩৪৫, ১৩৪৭। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৩৪৫, ১৩৪৭। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৭১, ৯৭৪, ৯৭৮, ৯৮০, ৯৮১। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৩৬। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯১৫, ৯১৮, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯১৮, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪।

জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ১৫৬৫, ১৫৮৩। **বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১২৪৭।

মহিলাদের জুমু'আর জামা'আত।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৯২, ১১১৬। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৯২, ১১১৬।

জামা'আতের সাথে নফল নামায। এক মাসজিদে দু'বার জামা'আত।

আবূ দাউদ ঃ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৭৪। **তিরমিযী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২২০।

www.islamerpath.wordpress.com

সকল নামাযে সালাম ফিরিয়ে ইমামের মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসা।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৮৪৫। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৪৮৪। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৭৯৭। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৮০২।

ফজরের জামা'আতের পর সূর্য উঠার পূর্বে ছুটে যাওয়া ফজরের সুন্নাত আদায়।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৭২। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯১২। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৮৯। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৬২। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৫৪।

মাগরিবের আযানের পর নামায শুরুর পূর্বে সুন্নাত নামায পড়া।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৬১১। **মিশকত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) মাওলানা নূর মোহম্মদ আযমী। ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৬১১। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬২৭। **বুখারী ঃ** (বাংলা) মাওলানা আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৮২। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৯১।

ফরজ নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত বিদ'আত।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৪১২। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১৪১২। **সহীহুল বুখারী ঃ** (তাওহীদ পাবলিকেশন্স) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১০৩১। **বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৯৬৮। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৬৮।

সহু-সাজদাহ্‌র নিয়ম।

১) রাক'আত কম হলে, **২)** রাক'আত বেশী হলে, **৩)** নামাযের মধ্যে সন্দেহ হলে, **৪)** মাঝের তাশাহ্‌হুদের বৈঠক না করলে।

রাক'আত কম হলে।

মিশকাত ঃ মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী। ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৫১। **মিশকাত ঃ** (মাদ্‌রাসার পাঠ্য) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৯৫১। **বুখারী ঃ** (বাংলা) আজীজুল হক। ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৬৪৫, ৬৪৭। **সহীহ আল-বুখারী ঃ** (আধুনিক প্রকাশনী) ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১১৪৪। **বুখারী ঃ** (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ২য় খণ্ড, হাদীস নং ১১৪৬।

www.islamerpath.wordpress.com

প্রচলিত নামায বনাম রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন ঃ "আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে কেবলমাত্ত আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" **(সূরা যারিয়াত ৫৬)**

আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর একজন ঈমানদারের ইবাদত হিসাবে সর্বপ্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে নামায আদায় করা এবং ঐ নামায আদায় করতে হবে আল্লাহ্‌র হুকুম ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী। কারণ রসূল ﷺ তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ– **(সূরা আহযাব ২১)**।

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর আনুগত্য করলো সে কার্যতঃ আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো।" **(সূরা আন-নিসা ৮০)**

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা সেভাবেই নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখ।" **বুখারী, মিশকাত- আরবী ৬৬ পৃষ্ঠা, বাংলা- আরাফাত পাবলিকেশন্স ২য় খণ্ড, কিতাবুস সলাত ৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬৬২**

রসূল ﷺ-এর নামাযের বর্ণনা সিহাহ্ সিত্তাহ্ অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের কিতাব অর্থাৎ মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদে আহমাদ, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ইত্যাদি গ্রন্থে আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত নামাযের বর্ণনা সহীহ হাদীসের কিতাবে নাই এবং রসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবী (রাযিঃ)-গণ কখনই বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে নামায পড়েননি।

১। প্রচলিত নামাযে, তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে জায়নামাযের দু'আ হিসেবে 'ইন্নি ওজ্‌জাহাতু' পড়া হয়। কিন্তু কোন সহীহ হাদীসে এরূপ পড়ার নির্দেশ নাই। সহীহ হাদীসে আছে– রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নামায শুরু হয় তাকবীরে তাহরীমা বা আল্লাহু আকবার বলে এবং শেষ হয় সালামের দ্বারা। ইন্নি ওজ্‌জাহাতু ..... বা আল্লাহুম্মা বায়িদ বাইনী ..... সানা হিসেবে পড়তে হবে। তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে বুকে হাত বাঁধার পর। **বুখারী ১০৬, মুসলিম ২১৯, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড-১১৮, নাসাঈ ২৪২ পৃষ্ঠা**

www.islamerpath.wordpress.com

২। প্রচলিত নামাযে বাংলায় বা আরবীতে 'নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া' ..... নিয়ত হিসেবে পড়া হয়। কিন্তু সহহ হাদীসতো দূরের কথা- কোন যঈফ হাদীসেও মুখে নিয়ত উচ্চারণের কথা বলা নাই। নিয়ত মানে মনের সংকল্প। তাই নিয়ত মুখে উচ্চারণ করতে হবে না। রসূলুল্লাহ ﷺ বা কোন সাহাবী নিয়ত মুখে উচ্চারণ করেননি। [যাদুল মা'আদ]

৩। প্রচলিত নামাযে মুক্তাদীগণ কাঁধের সাথে কাঁধ এবং একে অপরের সাথে পা মিলিয়ে না দাঁড়িয়ে এবং ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়ান, এটা সহীহ হাদীসের বিপরীত। কারণ কোন সহীহ হাদীসে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়ানোর কথা নাই। বরং হাদীসে একজনের কাঁধের সাথে অন্যের কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

[বুখারী ১০০ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১৮২ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ৯৭ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৩১ পৃষ্ঠা, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৭১ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৯৮ পৃষ্ঠা, বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী ৩১৫ পৃষ্ঠা, মিশকাত- আরাফাত পাবলিকেশন্স ২য় খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা]

৪। প্রচলিত নামাযে মুক্তাদীগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়েন না। অথচ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না- এ কথা কোন সহীহ হাদীসে নাই। বরং রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামাযই হবে না।"

[বুখারী- আরবী ১ম খণ্ড ১০৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১৬৯ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১০১ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৩৫-৪১ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ১৪৬ পৃষ্ঠা, মুসলিম ৬১ পৃষ্ঠা, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ৯৫ পৃষ্ঠা]

৫। প্রচলিত নামাযে ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে নিঃশব্দে আমীন বলে থাকেন। এটা সহীহ হাদীস বিরোধী বরং জেহরী নামাযে রসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন।

[বুখারী ১ম খণ্ড, ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১৭৬ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১৩৪ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৩৪ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ১৪০ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ৬২ পৃষ্ঠা, মিশকাত ১৭৯-৮০ পৃষ্ঠা]

৬। আমাদের সমাজে প্রচলিত জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়া হয় না। এটা সহীহ হাদীস বিরোধী। সূরা ফাতিহা ছাড়া জানাযা হয় না। জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে তার প্রমাণঃ **বুখারী ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৪৫৬ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ২৮১ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠা।**

আমাদের সমাজে অনুপস্থিত লাশের জন্য গায়েবানা জানাযা পড়ে না। অথচ গায়েবানা জানাযা পড়া সুন্নাত। দেখুন- **বুখারী ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা, মুসলিম ৩০৯ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ৪৫৭ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ১২১ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ২৮০ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ১১০ পৃষ্ঠা।**

৭। প্রচলিত নামাযে তাকবীরে তাহরীমার সময়ই কেবল রফউল ইয়দাঈন বা কাঁধ বরাবর দু'হাত উঠানো হয়, কিন্তু রুকুতে যাবার সময়, রুকু হতে উঠার সময় এবং তিন বা

www.islamerpath.wordpress.com

চারঁ রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে ওঠার সময় রফউল ইয়াদাঈন বা কাঁধ বরাবর দু'হাত উঠানো হয় না। এটা সহীহ হাদীস বিরোধী। বরং রসূলুল্লাহ ﷺ নামায শুরু করার সময় অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমায়, রুকুতে যাবার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় এবং দু'রাক'আত পড়ে তৃতীয় রাক'আতের জন্য উঠে রফউল ইয়াদাঈন করতেন। দেখুন– **বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১৬৮ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৫ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ১৪১-১৫৮, ১৬২ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ৬২ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা, বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড ৩২১ পৃষ্ঠা।**

৮। প্রচলিত নামাযে দাঁড়িযে নাভীর নীচে হাত বাঁধা হয়। এটাও সহীহ হাদীসের বিপরীত, রসূলুল্লাহ ﷺ সব সময়ই ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর বা সিনার উপর হাত বাঁধতেন। এটাই সুন্নাত।

[বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড ১৭৩পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা, মারাসিল ৬ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ১৪১ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ৫৯ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ১ম খণ্ড ২৩৩, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ ১৬০]

৯। সমাজে প্রচলিত বিতর নামাযে দু'রাক'আতের পর বৈঠক করে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়া হয় এবং তৃতীয় রাক'আতে দু'আ কুনুতের পূর্বে নতুন করে দু'হাত তোলা হয়- এটা সহীহ হাদীসের বিপরীত। বিতর নামাযে বৈঠক একটি। দু'রাক'আতের পর বৈঠক নাই এবং দু'আ কুনুতের পূর্বে হাত তোলার নির্দেশ সহীহ হাদীসে নাই। দেখুন– **মুসলিম ১ম খণ্ড ২৫৪ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১৮৯ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ২৫০ পৃষ্ঠা। তাছাড়াও বিতর এক রাক'আত তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক'আতও সহীহ। দেখুন– মুসলিম ২৫৪ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ২০১ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা।**

১০। আমাদের সমাজে প্রচলিত ঈদের নামায মাত্র ৬ তাকবীরে পড়া হয় কিন্তু ৬ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ার কোন সহীহ হাদীস নাই। রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের নামায পড়েছেন ১২ তাকবীরে। প্রথম রাক'আতে তাহরীমার পর সানা পড়ে ক্বিয়ামাতাতের পূর্বে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে ৫ তাকবীর। মোট ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়াই হচ্ছে সুন্নাত।

[আবূ দাউদ ১৬৩ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৭০ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ৯২ পৃষ্ঠা, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ২য় খণ্ড ৩৪৬ পৃষ্ঠা]

১১। আমাদের দেশে রমাযান মাসে তারাবীহ নামায ২০ রাক'আত পড়া হয় এবং বলা হয় যে, উমার (রাযিঃ) ২০ রাক'আত তারাবীহ চালু করেছেন। এ কথা প্রমাণহীন। রসূলূল্লাহ

www.islamerpath.wordpress.com

ﷺ-এর জীবনে কখনও ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি এবং উমার (রাযিঃ)-ও ২০ রাক'আত তারাবীহ চালু করেননি। রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানে ৮ রাক'আতের বেশী তারাবীহ পড়েননি, উমার (রাযিঃ)-ও ৮ রাক'আতই চালু করেছেন। দেখুন ঃ **বুখারী ১ম খণ্ড ১৬৯ পৃষ্ঠা, মুসলিম ২৫৪ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১৮৯ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ২৪৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৯৯ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা, মিশকাত ১১৫ পৃষ্ঠা, বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড ৪৭০ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠা।**

১২। আমাদের দেশে জুমু'আর নামাযে ইমাম খুৎবা দেয়াকালীন সময় কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত নামায না পড়েই বসে পড়ে এবং বলা হয় যে, খুৎবার সময় সুন্নাত পড়া যায় না। কিন্তু এটা রসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাত তথা সহীহ হাদীস বিরুদ্ধ।

রসূলুল্লাহ ﷺ খুৎবা দেয়াকালীন কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে তিনি দু'রাক'আত সুন্নাত নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন, এটাই সুন্নাত। দেখুন– **বুখারী ১ম খণ্ড ১২৭ পৃষ্ঠা, মুসলিম ২৮৭ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১৫৯ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৬৭ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ২০৭ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ৭৯ পৃষ্ঠা।**

১৩। প্রচলিত জুমু'আর নামাযে আখেরী যোহর নামে চার রাক'আত নামায পড়া হয়। এ নামাযের কোন দলীল সহীহ হাদীসে নাই। এটা অতিরিক্ত, দ্বীনের মধ্যে নব্য আবিষ্কৃত সব কাজই বিদ'আত। আল্লাহ বিদ'আতকারীর কোন ইবাদতই কবুল করেন না।

[ইবনে মাজাহ ৬ পৃষ্ঠা]

১৪। আমাদের দেশে নামাযের বৈঠকের 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার সময় আশহাদু আল্লা-ইলাহা' বলার সঙ্গে সঙ্গে শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে আবার টুপ করে নামিয়ে ফেলা হয়। এরূপ করার কোন হাদীস নাই বরং আত্তাহিয়্যাতু পড়া শুরু থেকে বৈঠকের শেষ পর্যন্ত ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতে হবে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলের সঙ্গে মধ্য আঙ্গুলকে মিলিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াতে হবে। **[মুসলিম ২১৬ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১৪২ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ১৮৭ পৃষ্ঠা]**

১৫। অযু করার সময় দেখা যায় অনেক মাথার এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ মাসেহ করেন। এটা হাদীস বিরোধী। রবং সম্পূর্ণ মাসেহ করতে হবে। এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত। (পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্য একই নিয়ম।) আর ঘাড় মাসেহ করার কোন হাদীস নাই। এটা বিদ'আত। **[বুখারী, ইবনে মাজাহ, সূরা আল-মায়িদাহ ৬ আয়াত)**

১৬। ফজর বা অন্য কোন ফরজ নামাযের জামা'আত শুরু হবার পর কেউ মাসজিদে এলে তাকে সুন্নাত না পড়েই জামা'আতে শরীক হতে হবে। জামা'আত শুরু বা ইকামাতের

www.islamerpath.wordpress.com

পর সুন্নাত নামায পড়া রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধী, তাই ফজরের জামা'আত শুরু হলে কোন সুন্নাত নামায পড়া যাবে না।

[বুখারী- মিশরী ছাপা ১ম খণ্ড ১২১ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১৮১ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ১ম খণ্ড ৫৬ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ১৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ৮১ পৃষ্ঠা]

১৭। অনেক ইমাম সাহেবকে দেখা যায়, মুয়াজ্জিন 'ক্বাদ কামাতিস সলাহ' বলার সাথে সাথে অর্থাৎ ইকামাত শেষ হওয়ার পূর্বেই তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করেন। এরূপ করার কোন হাদীস নাই। ইকামাতের জবাব শেষ হবার পরই নামায শুরু করতে হবে।

১৮। অনেক ইমাম নামায শেষ হবার সাথেই হাত তুলে মুনাজাত শুরু করেন এবং মুনাজাত শেষে বলেন 'বা হাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এ দু'টাই বিদ'আত। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ কখনও এরূপ করেননি এবং এরূপ করার কোন সহীহ হাদীস নাই। রসূলুল্লাহ ﷺ আমীন বলে মুনাজাত শেষ করতেন এবং ফরজ নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করার কোন সহীহ হাদীস নাই।

১৯। প্রচলিত নামাযে দু'সিজদার মাঝে বসে কোন দু'আ পড়া হয় না। এটা সুন্নাতের খেলাফ বরং দু'সিজদার মাঝে বসে দু'আ পড়তে হবে। এটাই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত। দু'আটি হল ঃ 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী অরহামনি অহদিনী অ আফিনি অরজুকনি'। **[বুখারী]**

২০। প্রচলিত নামাযের প্রথম ও তৃতীয় রাক'আত অর্থাৎ বিজোড় রাক'আতে সিজদা হতে উঠে 'না বসে' সোজা দাঁড়িয়ে দেয়া হয়। এটা সুন্নাত বিরোধী। রসূলুল্লাহ ﷺ বিজোড় রাক'আত অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় রাক'আতে সিজদা হতে মাথা তুলে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসে তারপর দাঁড়াতেন। এটাই সুন্নাত।

[বুখারী ১ম খণ্ড ১১৩ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১১১-১২ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৩৮ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ১৭৩ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ৬৪ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৭৫ পৃষ্ঠা]

২১। প্রচলিত নামাযে মুসল্লীগণ শেষ বৈঠকে ডান পায়ের পাতা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসে থাকেন। এটা সুন্নাত ও সহীহ হাদীস বিরোধী বরং শেষ বৈঠকে ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে বাম পা আড়াআড়িভাবে ডান পায়ের নীচ দিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসতে হবে- এটাই সুন্নাত।

[বুখারী ১ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম ১ম খণ্ড ১৭৪ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১৩৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা, নাসাঈ ১৭৩ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ১৮৭ পৃষ্ঠা]

www.islamerpath.wordpress.com

২২। আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে যে, মাসজিদে নির্ধারিত ইমাম মুয়াযযিন কর্তৃক জামা'আত হয়ে গেলে আর জামা'আত করা নিষিদ্ধ। এ ধারণা সুন্নাত বিরোধী। নির্ধারিত ইমাম মুয়াযযিন কর্তৃক জামা'আত হবার পরও প্রয়োজনবোধে একাধিক বার জামা'আত করা যাবে। এটাই সুন্নাত।

[আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠা, মুত্তাফাকুন আলাইহি]

২৩। প্রচলিত নামাযে মহিলা ও পুরুষের জন্য কিছু নিয়মে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু কোন সহীহ হাদীসে এরূপ পার্থক্যের কথা বলা নাই। বরং পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে নামাযের পদ্ধতি একই রকম। **[বুখারী- মিশরী ছাপা ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা]**

আমাদের প্রচলিত নামাযের বিপরীতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের যে বর্ণনা বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ অর্থাৎ সিহাহ সিত্তাহ্‌র সহীহ হাদীসের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর দিয়েছি তার সবই আরবী সংস্করণ।

১) বুখারী- মিশরী ছাপা, ১ম খণ্ড-দারুল আহইয়াহ কুতুবুল আরাবীয়া। **২) বুখারী**- রশিদিয়া প্রেস, দিল্লী। **৩) মুসলিম**- রশিদিয়া প্রেস, দিল্লী। **৪) আবূ দাউদ**- রশিদিয়া প্রেস, দিল্লী। **৫) তিরমিযী**- রশিদিয়া প্রেস, দিল্লী। **৬) নাসাঈ**- মাকতব থানভী দেওবন্দ সাহারানপুর। **৭) ইবনে মাজাহ**- এম. বশীর এন্ড সন্স, ভারত। **৮) মিশকাত**- ভারত। **৯) সহীহ ইবনে খুযাইমাহ**- বৈরুত ছাপা।

প্রচলিত নামাযের যে পদ্ধতির প্রতিবাদ আমরা করেছি তা যদি 'মুত্তাফাকুন আলাইহে' অর্থাৎ বুখারী, মুসলিমের সর্ববাদি সম্মত সহীহ হাদীস বা আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ হতে রিজাল শাস্ত্রের মানদণ্ডে সর্বসম্মত সহীহ বলে প্রমাণ করতে পারেন, সিহাহ সিত্তাহ্‌র কিতাবের নাম ভলিউম অনুচ্ছেদ বা বাব ও পৃষ্ঠা নম্বর সহ এবং বক্তব্য যথার্থ ও সঠিক হলে প্রমাণকারীকে যাতায়াত ভাতাসহ 'এক লক্ষ' টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। এটা বাজি নয় বরং পরিশ্রমের পুরস্কার। তবে প্রমাণকারীর তথ্য ভুল বা মিথ্যা হলে কর্তৃপক্ষ তার পত্রের প্রতিবাদ রিজাল শাস্ত্রের বিবেচনায় লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারবেন।

বগলে পুতুল রাখার কোন হাদীস নাই, দেখাতে পারলে আরো দশ হাজা টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। নামাযের ভিতর উপরোক্ত নতুন নিয়ম-পদ্ধতিগুলি সহীহ হাদীস হতে প্রমাণিত না করে কোন পীর আলেম বা মুফতী তাদের মুরিদ বা অনুসারীদের বুঝিয়ে থাকেন। বুঝাবার জন্য এরূপ উক্তি করলে প্রমাণিত হবে না, যেমন- আরে! সহীহ হাদীসে না থাকলে কি আর আপনা-আপনি চালু হয়েছে? এত বড় বড় মুহাদ্দিস কি হাদীস পড়ে না।

www.islamerpath.wordpress.com

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এখানে বিভিন্ন স্থানে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বরাত দেয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র সহীহ হাদীসের উল্লেখ উদ্ধৃত করাতে পাঠকের মনে এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, কেন শুধু সহীহ হাদীসে? কেন অন্য হাদীসে নাই? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দল, উপদল, ফের্কা বা মাযহাব সৃষ্টির একমাত্র উৎস হলো সহীহ হাদীসকে বাদ দিয়ে যঈফ ও জাল হাদীসের উপর আমল করা। এর ফলেই মুসলমানগণ আজ ৭৩টি দলে এবং অসংখ্য উপদলে বিভক্ত। কোন দলই কোন দলকে 'হক্ব' বলতে নারাজ। অথচ আল্লাহ কুরআনে সূরা আলু-ইমরানের ১০৩ আয়াতে বলেছেন– **"তোমরা সকলে মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"**

আমরা বিশ্বাস করি যে, একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসই সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ ও দলাদলির অবসান ঘটিয়ে উম্মতকে এক ও ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে সমবেত করে ইসলামী পুনর্জাগরণ আনতে পারে। পরাজিত নয় বরং বিজয়ী জাতির গৌরব নিয়ে আবারও ফিরে পেতে পারে বিশ্ব নেতৃত্বের চাবিকাঠি। সকলের নিকট আমাদের আবেদন, আসুন মত পার্থক্যের বেড়া ভেঙ্গে আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কুরআন ও রসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীসের আলোকে আমল করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের কবুল করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনি হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। প্রকাশ থাকে যে, এই প্রচারপত্রের প্রচারকারীদের উপর পুরস্কার কিংবা ভাতা সম্প্রদানের দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। প্রতিবাদ সমালোচনা বিস্তারিত তথ্য বা পুরস্কারের জন্য কমপক্ষে দশদিন পূর্বে আমার ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

মোহাম্মদ আবদুর রউফ

আমীর, আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম বাংলাদেশ

এম-৪৮, হাউজিং এস্টেট, খালিশপুর, খুলনা।

www.islamerpath.wordpress.com